রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ৮, ১৯৯৭

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

ওয়াসা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০শে বৈশাখ ১৪০৪ বাং/৩রা মে ১৯৯৭ ইং

এস, আর, ও, নং ১০৬-আইন/৯৭।—পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৩১, ধারা ৩০ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।—(১) এই প্রবিধানমালা ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা নিম্নলিখিত কর্মচারীগণ ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী;

মূল্য : টাকা ৬.০০

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খণ্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী; এবং

(গ) এমন সকল কর্মচারী, যাহারা এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী ছিলেন, কিন্তু প্রবিধান ৭(১)(খ) এর বিধান অনুসারে অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

(৩) ইহা ১৭ই শ্রাবণ, ১৪০৩ বাংলা মোতাবেক ১লা আগষ্ট, ১৯৯৬ ইংরেজী তারিখ হইতে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় অথবা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন);

(খ) "অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল" অর্থ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হইতে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক চাঁদা, তদনুকূলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত চাঁদা এবং উক্ত চাঁদার অর্থের সুদ সমন্বয়ে গঠিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "কমিটি" অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(ঙ) "কর্মচারী" অর্থ কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) "গণনাযোগ্য চাকুরী" অর্থ প্রবিধান ১১তে বর্ণিত গণনাযোগ্য চাকুরী;

(ছ) "চাঁদা প্রদানকারী" অর্থ এই প্রবিধানমালা অনুসারে তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোন কর্মচারী;

(জ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন তফসিল;

(ঝ) "তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি তহবিল;

(ঞ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাহার সন্তান সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার

পাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণ ও তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(ট) "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা।

৩। **তহবিল গঠন।**—(১) কর্মচারীগণকে এই প্রবিধানমালার অধীন অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অবসর ভাতা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ৭(৩) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ;

(খ) প্রবিধান ৭(১) এর অধীন যে সকল কর্মচারী অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেই সকল কর্মচারী অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে তাহাদের অনুকূলে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রতিমাসে কর্তৃপক্ষ যে অর্থ প্রদান করিত সেই অর্থ;

(গ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে সময় সময় তহবিলে প্রদত্ত এককালীন মঞ্জুরী; এবং

(ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়।

(২) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হইবে।

৪। **অবসর ভাতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ অবসর ভাতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে যথা ঃ—

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক .. চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)।

(খ) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ .. সদস্য (পদাধিকারবলে)।

(গ) সচিব .. সদস্য (পদাধিকারবলে)।

(ঘ) বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক	..	সদস্য এবং তহবিলের আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা (পদাধিকাবলে)।
(ঙ) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	..	সদস্য (পদাধিকারবলে)।
(চ) সিনিয়র অডিট অফিসার	..	সদস্য (পদাধিকারবলে)।
(ছ) কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীগণের দুইজন প্রতিনিধি, যাহারা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত হইবেন	..	সদস্য।

(২) কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য, কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে, ঋণ গ্রহণ;

(গ) প্রবিধান ৫ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুসংগিক কার্যক্রম গ্রহণ।

(৩) কমিটি উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) তহবিলের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা :—

(ক) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণের দায়িত্ব সরাসরিভাবে পালন;

(খ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ উহার যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ;

(গ) প্রবিধান ৫ এ উল্লিখিত আমানত, ব্যাংক-হিসাব ও বিনিয়োগ কমিটির নির্দেশ (যদি থাকে) অনুসারে পরিচালনা;

(ঘ) প্রবিধান ২৫ এর অধীন কার্যাবলী সম্পাদন।

(৫) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

৫। তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি।—কমিটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি তহবিলে সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে বা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতি বৎসর প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে একটি চলতি হিসাবে জমা রাখিতে পারিবে।

৬। **অবসর ভাতা পাইবার যোগ্যতা।**—এই প্রবিধানমালা যে সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহারা সকলেই এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুসারে অবসর ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৭। **কতিপয় কর্মচারীর ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ।**—(১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে চাকুরীরত কোন কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিলে,—

(ক) তিনি উক্তরূপ প্রবর্তনের পরেও উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারেন; অথবা

(খ) তিনি উক্ত প্রবর্তনের পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকুন বা চাকুরীরত থাকুন, এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের এক মাসের মধ্যে এই প্রবিধানমালার অধীন অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিতভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ প্রবর্তনের তারিখের পর কিন্ত এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক এর সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি দফা (খ) এর অধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকারী হইবেন না।

(২) উপ-প্রবিধান (১)(খ) এর অধীন কোন কর্মচারী অবসর ভাতা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১)(খ) অনুসারে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,—

(ক) তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য-তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া সাধারণ ভবিষ্য-তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন;

(খ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য-তহবিলে উক্ত কর্মচারীর হিসাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ তহবিলে জমা হইবে;

(গ) তিনি অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চাকরীকালের জন্য ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ এর প্রবিধান ৫৩ অনুসারে কোন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পরবর্তী চাকরীকালের প্রতিটি অর্থ বৎসরের বা আংশিক বৎসরের সর্বশেষ দিবসে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য দুই মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করিবে;

(ঘ) উক্ত কর্মচারীর চাকুরীকাল অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে; এবং

(ঙ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য-তহবিলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য-তহবিলে স্থানান্তরিত করা হইবে।

৮। **অবসর গ্রহণ**।—সাধারণতঃ একজন কর্মচারী তাহার সাতান্ন বৎসর বয়স পূর্তিতে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

৯। **স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ**।—(১) একজন কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া, চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন।

(২) যে তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে আগ্রহী তিনি, সেই তারিখের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিশ প্রদান করা হইলে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখ সংশোধন বা প্রত্যাহার করা যাইবে না।

১০। **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান**।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কোন কর্মচারীকে অবসর প্রদান করিতে পারে, যদি—

(ক) উক্ত কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং কর্তৃপক্ষ মনে করে যে কর্তৃপক্ষের স্বার্থে উক্ত কর্মচারীকে অবসর প্রদান করা প্রয়োজন; অথবা

(খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ শৃংখলাজনিত বিষয়ে উক্ত কর্মচারীকে কোন বিভাগীয় মামলায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১১। **গণনাযোগ্য চাকুরী**।—(১) এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরীকাল বলিতে কর্তৃপক্ষের কোন স্ব-বেতন, পূর্ণকালীন ও স্থায়ী পদের বিপরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হইয়া চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ বা তাহাকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান বা চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ, বা পদ অবলুপ্তি বা মৃত্যুর মাধ্যমে চাকুরী অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমাপ্ত পূর্ণ বৎসরকে গণনা করা হইবে এবং বৎসরের ভগ্নাংশকে বর্জন করা হইবে।

(৩) কোন কর্মচারীর বিনা বেতনে ছুটিকাল গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৪) কোন কর্মচারীর বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বের চাকুরীকাল গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবে গণ্য হইবে না।

১২। **গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি মার্জন।**—অবসরভাতা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে, কোন কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি দেখা দিলে—

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে;

(খ) ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয় এইরূপ সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইবে, যদি তিনি—

(অ) চাকুরীরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন; অথবা

(আ) তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে (যেমন—পংগুত্ব বা পদ অবলুপ্তি) অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন অথচ উক্ত নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে তিনি আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করিতে পারিতেন।

(গ) এক বৎসরের বেশী সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই মওকুফ করা হইবে না।

১৩। **অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম গণনাযোগ্য চাকুরী।**—কোন কর্মচারী অন্ততঃ দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী না করিয়া থাকিলে, তিনি কোন প্রকারের অবসরভাতা পাইবেন না।

১৪। **ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা।**—কোন কর্মচারী দশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর তাহার পদ অবলুপ্ত হইলে এবং তাহাকে অন্য কোন সমান বা নিম্নতর পদে নিয়োগ করা না হইলে তিনি এইরূপ কোন পদে যোগদান করিতে না চাহিলে, তাহাকে ক্ষতিপূরণমূলক অবসর ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

১৫। **অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা।**—কোন কর্মচারী দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে কর্মরত থাকাকালে শারিরীক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে উক্ত কর্মচারী স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তাহাকে অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

১৬। **পারিবারিক অবসরভাতা।**—(১) কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে, মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত কর্মচারীর অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে তফসিল-১ এ বিধৃত হার অনুসারে তিনি যে অবসরভাতা পাইতেন তাহার পরিবার সেই ভাতার সমপরিমাণে পারিবারিক অবসরভাতা উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর পনর বৎসর পর্যন্ত পাইবেন।

(২) যে কোন প্রকার অবসরভাতা প্রাপ্তি শুরু করিবার পর পনর বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার মৃত্যুর পর, তাহার পরিবারবর্গ উক্ত পনর বৎসর মেয়াদের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত অবসরভাতার সমপরিমাণ ভাতা পাইবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এবং (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ পুনঃবিবাহ না করিলে এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে উপার্জনে অক্ষম সন্তান-সন্ততিগণ উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হারে আজীবন পারিবারিক অবসরভাতা পাইবেন।

১৭। **অবসরভাতা প্রাপ্তির মেয়াদ।**—প্রবিধান ১৬(১) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন অবসর-প্রাপ্ত কর্মচারী তাহার মৃত্যু পর্যন্ত অবসরভাতা পাইবেন।

১৮। **অবসরভাতার হার।**—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা, তাহার প্রাপ্য সর্বশেষ মূল বেতন (অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ের বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইলে তাহাসহ) এর ভিত্তিতে তফসিল-১ এ বিধৃত হার অনুসারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত ভাতা তাহাকে মাসে মাসে প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর অবসর ভাতা মাসিক নয় হাজার টাকার উর্ধ্বে হইবে না।

১৯। **অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি।**—(১) অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী এক বৎসর ছুটি ভোগ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী সময়ে উহা ভোগ করা যাইবে, তবে এই ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে এক বৎসর বা উক্ত কর্মচারীর আটান্ন বৎসর সময়সীমা, যাহাই পূর্বে সমাপ্ত হয়, অতিক্রম করিবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন ছুটি ভোগ করা কালে কোন কর্মচারী তাহার সর্বশেষ বেতনের হিসাবে ছয় মাসের পূর্ণ বেতন এবং বাকী ছয় মাস উক্ত সর্বশেষ বেতনের অর্ধেক বেতন পাইবেন।

(৩) উপ-প্রধান (১) এর অধীন প্রাপ্য ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে।

২০। **অবসরভাতা সমর্পণ।**—(১) কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ, প্রবিধান ১৬(২) এ উল্লিখিত বিধবা এবং প্রতিবন্ধি সন্তান ব্যতীত, অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি বা উক্ত সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে প্রাপ্য অবসর ভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত হারে এককালীন থোক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন:—

গণনাযোগ্য চাকুরীকাল	সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকার পরিমাণ।
(ক) দশ বৎসর বা তদূর্ধ্বে কিন্তু পনের বৎসরের কম	২৩০ টাকা
(খ) পনের বৎসর বা তদূর্ধ্বে কিন্তু বিশ বৎসরের কম	২১৫ টাকা
(গ) বিশ বৎসর বা তদূর্ধ্বে	২০০ টাকা

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অবসরভাতা পাইবার অধিকারী কোন কর্মচারী, বা ক্ষেত্রমতে, তাহার পরিবারের সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত অবসরভাতার সমর্পণযোগ্য অর্ধাংশের পরবর্তী অর্ধাংশও সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে থোক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন।

২১। অবসর ভাতা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।—(১) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর যাহাতে তাহার পরিবারের প্রাপ্য অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্মচারী,—

(ক) প্রবিধান ৭(১)(খ) এর শর্তের বিধান সাপেক্ষে তিনি এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের সময় চাকুরীরত কর্মচারী হইলে, এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখের ছয় মাসের মধ্যে, এবং

(খ) তিনি উক্ত তারিখের পরে চাকুরীতে যোগদান করিলে, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, তফসিল-২ বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন এবং উক্ত ফরম যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখের পূর্বেও যদি কোন কর্মচারী উক্ত উদ্দেশ্যে কোন মনোনয়ন দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত মনোনয়ন, এই প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই প্রবিধান-মালার অধীন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া যে কোন সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল করিতে পারেন, তবে এইরূপ নোটিশের সহিত একটি নূতন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

২২। কতিপয় বিধি-নিষেধ।—(১) কোন কর্মচারী চাকুরীতে ইস্তফা দিলে বা চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, তিনি কোন অবসরভাতা পাইবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অদক্ষতার কারণে কোন কর্মচারী অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ অদক্ষতার কারণে তাহাকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হইলে যে পরিমাণ অবসরভাতা পাইতেন সেই পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোন ভাবে চাকুরীর অবসানের সময়, কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলা বা কোন আদালতে কোন ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন থাকিলে উক্ত মামলার রায় চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাহার পরিবার কোন অবসরভাতা বা অবসর-জনিত সুবিধাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা বা উহার অংশ বিশেষ প্রদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) বিভাগীয় মামলায় বা ফৌজদারী মামলায় যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে বা তাহার পরিবারকে প্রদেয় অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি হইতে উহার ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে, এবং এইরূপ ক্ষতির টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদান স্থগিত করা যাইবে ।

(৫) কোন কর্মচারী একই সময়ে দুইটি অবসরভাতা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত, অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালে বা অবসর গ্রহণের দুই বছরের মধ্যে, কোন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সুবিধাসম্পন্ন পদে নিয়োগ গ্রহণ করিবেন না এবং এইরূপ নিয়োগ গ্রহণ করিলে তাহাকে অবসরভাতা প্রদান করা হইবে না।

(৭) কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবারকে অবসরভাতা মঞ্জুর করিবার পূর্বে তাহার চাকুরীকাল সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং উক্ত চাকুরীকাল সন্তোষজনক না হইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারী বা তাহার পরিবারের প্রাপ্ত অবসর ভাতার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে কমাইয়া দিতে পারিবে।

২৩। **অর্জিত ছুটি নগদায়ন।**—(১) চাকুরীতে থাকাকালে কোন কর্মচারী তাহার পাওনা অর্জিত ছুটি ভোগ করিয়া না থাকিলে তিনি বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার পরিবারবর্গ উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত জমাকৃত অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাসের পরিবর্তে তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের সমান হারে, এককালীন নগদ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য অর্থ অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি শুরু হইবার পূর্বে গ্রহণ করা যাইবে না।

২৪। **অবসরভাতা ইত্যাদির দরখাস্ত।**—(১) কোন কর্মচারী বা মনোনীত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে, তাহার পরিবার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার উদ্দেশ্যে, তফসিল-৩ এর প্রথম ভাগে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ উহা জমা দিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উক্ত তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে বিধৃত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রার্থীত অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত তথ্যাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি মঞ্জুর করা হইলে, দরখাস্তকারীকে উক্ত তফসিলের চতুর্থ ভাগে বিধৃত ফরমে একটি অবসরভাতা বহি প্রদান করা হইবে এবং এই বহিতে প্রতি মাসে প্রদত্ত অবসরভাতা লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ এইরূপে প্রদত্ত অবসরভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

২৫। **অবসরভাতা ইত্যাদি পরিশোধের স্থান।**—এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাসম্ভব উহার প্রাপক কর্তৃক উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের কোন অঞ্চলের অফিস বা কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হইবে এবং উক্তরূপ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৬। **প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—অবসরভাতা ও এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরজনিত সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে, এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দিলে এতদবিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

২৭। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।**—এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী সাপেক্ষ হইবে এবং উভয়ের মধ্যে অসংগতির ক্ষেত্রে উক্ত Act এর বিধান প্রাধান্য লাভ করিবে।

২৮। **চাকুরী প্রবিধানমালার সংশোধন।**—ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ এর প্রবিধান ৫৪ বিলুপ্ত হইবে।

তফসিল-১

(প্রবিধান ১৮ দ্রষ্টব্য)

গণনাযোগ্য চাকুরী	প্রাপ্য অবসরভাতার হার (সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের %)
(ক) ১০ বৎসর	৩২
(খ) ১১ বৎসর	৩৫
(গ) ১২ বৎসর	৩৮
(ঘ) ১৩ বৎসর	৪২
(ঙ) ১৪ বৎসর	৪৫
(চ) ১৫ বৎসর	৪৮
(ছ) ১৬ বৎসর	৫১
(জ) ১৭ বৎসর	৫৪
(ঝ) ১৮ বৎসর	৫৮
(ঞ) ১৯ বৎসর	৬১
(ট) ২০ বৎসর	৬৪
(ঠ) ২১ বৎসর	৬৭
(ড) ২২ বৎসর	৭০
(ঢ) ২৩ বৎসর	৭৪
(ণ) ২৪ বৎসর	৭৭
(ত) ২৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব	৮০

তফসিল-২

[প্রবিধান ২১(১) দ্রষ্টব্য]

প্রাপকের পক্ষে অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণের মনোনয়ন পত্র

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা।	কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক।	মনোনীত ব্যক্তির বয়স।	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসর ভাতার পরিমাণ(শতকরা হারে)।	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পূর্বে মারা যান সেক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক (যদি থাকে)।
১	২	৩	৪	৫
১				
২				
৩				

সাক্ষী:

১ .... কর্মচারীর দস্তখত :

২ .... নাম : ....

তারিখ .... পদবী : ....

বিভাগ/শাখা : ....

তারিখ : ....

তফসিল-৩

[প্রবিধান ২৪(১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম ভাগ

'ক' অংশ

(অবসরভাতা/অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধাদি এর জন্য আবেদনপত্র)

১। কর্মচারীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে) :

২। অবসর গ্রহণকালে পদবী ও কর্মস্থল :

৩। জন্ম তারিখ :

৪। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৫। কর্মচারীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়া/ চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান/বিভাগীয় মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান এর ক্ষেত্রে অবসর কার্যকর হওয়ার তারিখ। :

৬। ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা/পংগু অবসর ভাতা পরিবারের জন্য অবসর-ভাতা এর ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উক্ত ভাতা প্রাপ্য হইয়াছে (অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন)। :

৭। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল :

৮। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন :

৯। অবসরভাতা প্রাপ্য হইলে উহার যে পরিমাণ সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক (শতকরা হারে)। :

১০। অর্জিত ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে, প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ। :

১১। কর্মচারী স্বয়ং আবেদনকারী না হইলে—

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :

(খ) কর্মচারীর সহিত আবেদনকারীর : সম্পর্ক।

(গ) আবেদনকারী কর্মচারী কর্তৃক : মনোনীত হইয়াছেন কিনা (মনোনীত না হইলে প্রাপকগণ প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র দাখিল করিতে হইবে)।

১২। কর্তৃপক্ষের যে অফিস হইতে অবসরভাতা/অন্যান্য সুবিধাদির টাকা পাইতে আগ্রহী—

(ক) অবসরভাতা :

(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে : এককালীন থোক টাকা।

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা :

ঘোষণা পত্র :

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য আমার জানামতে সঠিক এবং আমি নির্ধারিত ফরমে ইতিপূর্বে অবসরভাতার জন্য দরখাস্ত করি নাই। এই আবেদনের সূত্রে আমি যদি কোন অতিরিক্ত অবসরভাতা বা অন্যান্য অর্থ গ্রহণ করি, তাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ..................

....

কর্মচারী/আবেদনকারীর দস্তখত।

তফসিল-৩

প্রথম ভাগ

'খ' অংশ

(কর্মচারীর/আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষর ও আংগুলের ছাপ)

আবেদনপত্রের 'ক' অংশে উল্লিখিত অবসরভাতা/অবসরজনিত সুবিধাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি এতদ্বারা আমার নমুনা স্বাক্ষর ও আংগুলের ছাপ নিম্নে প্রদান করিলাম :

নমুনা স্বাক্ষর

(১)........................(২)....................(৩)............

আংগুলের ছাপ

বৃদ্ধাঙ্গুলি	তর্জনী	মধ্যমা	অনামিকা	কনিষ্ঠা

কর্মচারীর/আবেদনকারীর দস্তখত

নাম : ....

তারিখ : ....

সত্যায়িত

....

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দস্তখত।

তফসিল-৩
দ্বিতীয় ভাগ
'ক' অংশ
[প্রবিধান ২৪(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসর ভাতা/অবসরজনিত সুবিধাদির আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর কর্মচারীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিম্নের অংশ পূরণ করিবেন):

১। কর্মচারী নাম :

২। পিতার নাম :

৩। জাতীয়তা :

৪। কর্মচারীর সহিত ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা। :

৫। অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অব্যবহিত পূর্বে কর্মচারীর পদের নাম। :

৬। কর্মচারীর জন্ম তারিখ :

৭। সনাক্তকরণ চিহ্ন :

৮। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৯। অবসরভাতা প্রাপ্যতার তারিখ :

১০। আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ :

১১। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল :

১২। প্রার্থীত অবসরভাতা অন্যাবিধ সুবিধার ধরণ :

১৩। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন :

১৪। প্রার্থীত মাসিক অবসরভাতার মোট পরিমাণ :

১৫। প্রস্তাবিত সমর্পণের পরিমাণ :

১৬। প্রাপ্য নীট অবসরভাতার পরিমাণ :

১৭। অবসরভাতা ইত্যাদি পরিশোধের স্থান—

(ক) অবসরভাতা :

(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন থোক টাকা। :

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা :

১৮। যে তারিখে অবসরভাতা প্রদেয় হইয়াছে বা হইবে। :

....

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দস্তখত।

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

[প্রবিধান ২৪(২) দ্রষ্টব্য]

'খ' অংশ

(গণনাযোগ্য চাকুরীর হিসাব)

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

চাকুরী,ছুটি ইত্যাদির বর্ণনা	হইতে........পর্যন্ত..........সময়কাল
(১) চাকুরীর মোট সময়কাল (বিরতি এবং অগণনাযোগ্য চাকুরীকাল যদি থাকে তাহাসহ)।	
(২) অসাধারণ ছুটি	
(৩) কর্মরত বা ছুটি হিসাবে গণ্য হয় নাই এইরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকার সময়কাল (যদি থাকে)।	
(৪) চাকুরীকালে কোন বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল।	
(৫) বিরতি মার্জনা না করা হইলে বিরতির পূর্ববর্তী চাকুরীকাল।	
(৬) ইস্তফাদানের ফলে বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরীকাল	
(৭) অননুমোদিত অনুপস্থিতি।	
সর্বমোট চাকুরীকাল	

নীট গ্রহণযোগ্য চাকুরীকাল..

গণনাযোগ্য চাকুরীতে মার্জনাকৃত ঘাটতি..

সর্বমোট গণনাযোগ্য চাকুরী বৎসর ....মাস.........দিন.....

....

প্রশাসন বিভাগের

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

[প্রবিধান ২৪(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতার/অর্জিত ছুটি নগদায়নের হিসাব)

(হিসাব বিভাগ পূরণ করিবে)

১। প্রাপ্য মোট অবসরভাতার পরিমাণ ....
সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতন
............টাকার ....
................(% হারে)
...................টাকা

২। শতকরা....................ভাগ............
সমর্পণের পর নীট অবসরভাতার পরিমাণ।

৩। প্রথম ৫০%
সমর্পিত অবসর ভাতা...................
টাকার প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন
থোক টাকার পরিমাণ। ....

৪। পরবর্তী ৫০% সমর্পিত অবসর ভাতা
...............টাকার প্রতি টাকার
বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন থোক টাকার
পরিমাণ। ....

৫। কর্মচারীর অর্জিত ছুটির নগদায়নের বিবরণ:

(ক) ছুটির পরিমাণ...................

(খ) প্রাপ্য টাকার পরিমাণ..............

....

হিসাব বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

'খ' অংশ

[প্রবিধান ২৪(২) দ্রষ্টব্য]

(যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ)

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম.................... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক। সুতরাং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাপেক্ষে তাহাকে মাসিক নীট অবসরভাতা................টাকা এককালীন থোক টাকা হিসাবে................টাকা অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ.......... টাকা এতদ্বারা মঞ্জুর করা হইল।

অথবা

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম.................... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক নহে এবং সেই কারণে তাহার অবসরভাতা নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করিয়া, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে, মঞ্জুর করা হইল।

(ক) নীট অবসরভাতার পরিমাণ.................

(খ) এককালীন থোক টাকা....................

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন....................

অবসর ভাতার প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ : ....

....

বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক এর দস্তখত ও সীল

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

'ঙ' অংশ

[প্রবিধানমালা ২৪(২) দ্রষ্টব্য]

(এই অংশ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পূরণ করিবে)

১। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য গণনাযোগ্য চাকুরীর পরিমাণ.....................

২। গণনাযোগ্য চাকুরী গণনার ক্ষেত্রে প্রশাসন বিভাগের.....................
সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ, যদি থাকে।

৩। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য—

(ক) অবসরভাতার পরিমাণ......................

(খ) এককালীন থোক টাকার পরিমাণ..............

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর পরিমাণ............

৪। ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত পরিমাণ সম্পর্কে
প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের
সংক্ষিপ্ত কারণ.............................

৫। অবসর ভাতার প্রাপ্যতার শুরু হইবার তারিখ..........

....
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের
ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

১। অবসরভাতার হিসাব নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে,
উহার হিসাব সঠিক পরিমাণ.......................

২। অবসরভাতা/এককালীন থোক টাকা/অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর ইস্যুর নম্বর.........
...................তারিখ..........................

....
প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
দস্তখত।

তফসিল–৩

তৃতীয় ভাগ

'খ' অংশ

[প্রবিধান ২৪(২) দ্রষ্টব্য]

অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রদানের আদেশ

নম্বর ....

তারিখ : ইং / বাং

অবসর ভাতার শ্রেণী ও উহা মঞ্জুরীর আদেশের তারিখ	গ্রহণকারী ব্যক্তিগত সনাক্ত করণ চিহ্ন	উচ্চতা মিটার/ সেন্টিমিটার	জন্ম তারিখ	গ্রহণকারীর ঠিকানা	প্রদেয় মাসিক অবসর ভাতার পরিমাণ

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এতদ্বারা জনাব/বেগম ....
এর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে—

(ক) নীট অবসরভাতা হিসাবে ....টাকা মঞ্জুর করা হইল। উক্ত অবসরভাতা প্রতিমাসে শেষ হইবার পর তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম ....কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(খ) ....টাকা সমর্পণের বিপরীতে..............টাকা এককালীন মঞ্জুর করা হইল, যাহা এককালীন তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম... .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ.............. টাকা মঞ্জুর করা হইল, যাহা তাহাকে মনোনীত ব্যক্তি/ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম................ কে প্রদানযোগ্য হইবে।

....

যথাযথ কর্তৃপক্ষের দস্তখত।

তফসিল-৩
চতুর্থ ভাগ
[প্রবিধান ২৪(৩) দ্রষ্টব্য]

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ অবসরভাতা পরিশোধ বহি

	ছবি	

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ও সর্বশেষ পদ......................................

অবসরভাতা গ্রহণকারীর নাম......................................

কর্মচারী/অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা......................................

অবসরভাতা প্রাপ্যতা ও অনুমোদনের তারিখ	জন্ম তারিখ	অবসর ভাতার প্রকৃতি	মাসিক মোট অবসর ভাতার পরিমাণ

সূত্র নং......................................

তারিখ......................................

পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত ভাবে প্রদান করুন—

জনাব/বেগম......................................

নীট অবসরভাতা......................(টাকা কথায়)......................

টাকা যাহা প্রতিমাস শেষ হওয়ার পরিশোধযোগ্য এবং সমর্পিত অবসরভাতার বিপরীতে এককালীন......................................টাকা প্রদান করুন।

....

যথাযথ কর্তৃপক্ষের দস্তখত

প্রতি

....

....

....

প্রদত্ত অবসরভাতার বৎসর ও মাস	পরিশোধের তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	বিতরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
জানুয়ারী/১৯				
ফেব্রুয়ারী/১৯				
মার্চ/১৯				
এপ্রিল/১৯				
মে/১৯				
জুন/১৯				
জুলাই/১৯				
আগষ্ট/১৯				
সেপ্টেম্বর/১৯				
অক্টোবর/১৯				
নভেম্বর/১৯				
ডিসেম্বর/১৯				

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন
কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

ডঃ খন্দকার আজহারুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

দেওয়ান দেলওয়ার হোসেন, (অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক), (উপ-নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে নিয়োজিত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।